এবার আলোচনায় খুলনার শ্রমিক লীগ নেত্রী সাদিয়া

সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের হোতা
* টাকার জোরে কেন্দ্র থেকে বাগিয়েছিলেন পদ
* স্বামী পলাতক, আয় নিয়ে সন্দেহ পুলিশের

শ্রমিক লীগ নেত্রী সাদিয়া আক্তার মুক্তা (৩২) এখন ‘টক অব দ্য খুলনা’। স্থানীয় আওয়ামী লীগকে পাত্তা না দিয়ে কেন্দ্র থেকে খুলনা মহানগর মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদটি বাগিয়ে নিয়েছিলেন। তবে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জুলাই তাকে বহিষ্কার করা হয়।

সম্প্রতি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি বিশেষ টিম বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকায় সাদিয়াকে গ্রেফতার করেছে। তার বাসা থেকে ১২ ভরি ৩ আনা চোরাই সোনা এবং সোনা বিক্রির ২ লাখ ৮২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সাদিয়া স্বর্ণ চোরাই সিন্ডিকেটের হোতা। গ্রেফতারে পর মঙ্গলবার তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। বৃস্পতিবার (আজ) রিমান্ডের শুনানি হবে। ঢাকা ও নরসিংদীতে যুব মহিলা লীগ নেত্রী পাপিয়ার ‘পাপরাজ্যের’ নানা কাহিনী উদ্ঘাটনের সময় বেরিয়ে এল শ্রমিক লীগ নেত্রীর অপরাধ জগতে অবগাহনের খবর।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের নিশানবাড়িয়া এলাকার মৃত আলতাফ সরদার ও মৃত মোসাম্মদ ফরিদা বেগমের দ্বিতীয় কন্যা সাদিয়া। বাবা নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার পাশে মুদি দোকানের ব্যবসা করতেন।

দেড় যুগ আগে ঢাকার জুরাইন এলাকার ছেলে শুকুর আলীর সঙ্গে সাদিয়ার বিয়ে হয়। এ সময় শুকুর প্লট ও জমির ব্যবসা করতেন। সাদিয়া রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। তবে কয়েক বছর আগে কেন্দ্র থেকে খুলনা মহানগর মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদটি বাগিয়ে নেন তিনি।

পরবর্তী সময়ে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয়

আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে সাদিয়াকে দেখা যায়।

তবে নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩১ জুলাই তাকে পদ থেকে বহিষ্কার করে যুগ্ম সম্পাদক জাহানারা বেগমকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পদ দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতার সঙ্গে সাদিয়ার সখ্য ছিল। এমনকি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকার মজিদ সরণিতে অবস্থিত ‘গুহা ইন খুলনা’ রেস্টুরেন্টের ব্যবসা রয়েছে সাদিয়া- শুকুর দম্পতির। এটি খুলনার একমাত্র মাটির নিচে থাকা রেস্টুরেন্ট।

মার্চের শুরুতেই সাদিয়া দম্পতি সর্বশেষ এ রেস্টুরেন্টে এসেছিলেন। তবে রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের ভাষায়- ম্যাডাম (সাদিয়া) আটকের কিছুদিন আগে থেকে মালিকপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার জিহাদ আল মামুনের।

তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুকুরের ভাই লিটনের মাধ্যমে তারা এ রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, কিছুদিন আগে র্যাব কর্মকর্তারাও রেস্টুরেন্টের মালিক সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এসেছিলেন।

এদিকে নগরীর হরিণটানা থানার রাসেল সড়কে এ দম্পতির বহুতল ভবন রয়েছে। বাড়ির সামনে ১টি এবং গ্যারেজে ৪টি মোটরসাইকেল দেখা যায়। যার বেশিরভাগের রেজিস্ট্রেশন নেই। ভবনের নিচতলার ১টি ফ্ল্যাটে সাদিয়ার বড় ভাই মানিক সরদার এবং অপরটিতে ভাড়াটিয়া রয়েছেন। পুরো বাড়ি সিসি ক্যামেরার আওতায়।

প্রতিবেদককে সাদিয়ার বড় ভাই মানিক বলেন, আমার বোন ষড়যন্ত্রের শিকার। সে কোনো ধরনের চোরাই স্বর্ণের সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে রাজনীতি করায় তার অনেক শক্র হয়েছে। এছাড়া শুকুর জমির ব্যবসা করার কারণেও শত্রু বেড়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে শুকুরের ৪ কাঠা জমি আছে, যা নিয়ে পার্শ্ববর্তী লোকজনের সঙ্গে ঝামেলা আছে।

তবে তিনি স্বীকার করেন যে, শুকুর কয়েকদিন ধরে আত্মগোপনে রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে সাদিয়ার স্বামী শুকুর আলীর ব্যবহৃত সেলফোনে একাধিকবার ফোন এবং খুদে বার্তা দিলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি।

জানতে চাইলে জাতীয় শ্রমিক লীগ মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রণজিত কুমার ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, সাদিয়া কেন্দ্র থেকে পদ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলাম। নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩১ জুলাই তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি (সাউথ) মোহাম্মদ এহসান শাহ বলেন, সাদিয়া সোনা চোরাই সিন্ডিকেটের মূল হোতা। তার বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় স্বর্ণালংকার চুরির মামলা আছে। পুলিশ চক্রটির সব সদস্যকে পাকড়াওয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। তার স্বামী শুকুর পলাতক। তার বিষয়েও খোঁজ নেয়া হচ্ছে। সাদিয়া দম্পতির সোর্স অব ইনকাম নিয়ে সন্দেহ আছে। এ চোরাই সিন্ডিকেটের সঙ্গে পুলিশ বা রাজনীতিবিদ কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাকে আটক দেখিয়ে আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাদিয়া দীর্ঘদিন চোরাই সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

সুত্র-যুগান্তর

পরিবার বা দলের কথায় খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না: ওবায়দুল কাদের

পরিবার বা দলের নেতাদের কথায় কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করা আবেদনের বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যদি চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার চিকিৎসার প্রয়োজনে কোনো সুপারিশ করেন, তবেই খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়া দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আছেন। যেহেতু মানবিক কারণ বা চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন আদালত একাধিকবার নাকচ করে দিয়েছেন, তাই পরিবারের আবেদনে বা মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার সুযোগ নেই।

দল ও পরিবারের কথায় খালেদা জিয়ার জামিন বা মুক্তির সুযোগ নেই মন্তব্য করে সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা প্রয়োজন এ কথা শুধু তার দলের নেতা ও পরিবারের লোকজন বলছেন। তার চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসকরা সে কথা বলছেন না। সুতরাং স্বভাবতই তার জামিন বা মুক্তির কোনো সুযোগ নেই।

সুত্র-যুগান্তর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে নয় আদালতে যেতে হবে: খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে নয়। তার মুক্তির জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হবে এবং আদালতে যেতে হবে।

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে হজ বুথ সেবা-২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ পাসপোর্ট ও বহির্গমন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দিন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের সচিব শহিদুজ্জামান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, ‘তার (খালেদা জিয়া) পরিবার থেকে একটা আবেদন করেছে। সেই আবেদন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাকে মুক্তি দিতে হলে আইনের আশ্রয় এবং আদালতে যেতে হবে।

আমরা আইন মন্ত্রণালয়ে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি মতামতের জন্য। তারাই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।’ আইন মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের বলেছে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, ‘দেখুন আইনের বাইরে তো আইনমন্ত্রী মহোদয় কিছু বলতে পারেন না। আবার আমরাও যেতে পারি না। আমরা যেখানে যা প্রয়োজন, তাই করছি।

তার আবেদনটা আমরা আইনি মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। আবারও বলছি, যা কিছু করতে হয়, এটা বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে, এর বাইরে কিছু হবে না।’

মুজিববর্ষের সার্বিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘অনুষ্ঠান সম্পর্কে গতকাল গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির সঙ্গে বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক হয়েছে।

জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে। ওখানে আমাদের যা যা বলা হয়েছে তাই আমরা অনুসরণ করব। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কী কী করবে সব অনুষ্ঠানসূচি আপনাদের তারাই জানাবে।

এখানে আমাদের কিছু বলার নেই।’ তিনি আরও বলেন, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং এই দেশের জনগণ উন্মুখ হয়েছিল তারা এই মুজিববর্ষটা হৃদয় দিয়ে পালন করবে। যে ভাইরাসের কথা বলা হচ্ছে সেটা আমাদের জনগণকে আটকে রাখতে পারবে না।

জনগণ যে যার জায়গা থেকে মুজিববর্ষ পালন করবে। যে কোনো কিছুতে

আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী সবসময় সজাগ থাকে। এই আনন্দের দিনে কেউ কোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা আমার মনে হয় করবে না বা সাহস করবে না।

সুত্র-যুগান্তর

পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন: নাসিম

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, নারীর ক্ষমতায়ন চাই। কিন্তু কোনো পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তায়নের যেন জন্ম না হয়। পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, আজ নারী দিবস এটি একটি বড় দিন আমাদের জন্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে জলে-স্থলে সব জায়গায় নারীরা কাজ করছেন। শেখ হাসিনা আছেন বলেই নারীদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছেন। মনে- প্রাণে নারীর ক্ষমতায়ন চাই। কিন্তু পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়নের যুগেও যখন শুনি নারী নির্যাতন হয়েছে তখন কষ্ট লাগে, দুঃখ লাগে। শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কেন একজন নারী নির্যাতন হবে? আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি বিচার আরও সংক্ষিপ্ত করতে হবে। দ্রুত বিচার করে এই পাশবিক নির্যাতন যারা করে তাদের দ্রুত বিচার আইনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত

সময়ে বিচারকার্য করেন প্রয়োজনে ফাঁসি দিন। দেশে সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন হয়েছে। বাংলাদেশে আজ প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার নারী, আমি চাই একজন রাষ্ট্রপতিও নারী হোক এই অপেক্ষায় আছি।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড. মুরাদ হাসান, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম, চিত্রনায়িকা মৌসুমী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অরুন সরকার রানা, চিত্রনায়িকা রঞ্জিতা কনা, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, চিত্রপরিচালক রফিকুল ইসলাম বুলবুল, নাট্যশিল্পী আরিফা সুলতানা দীপা, এমএ মিলন, কণ্ঠশিল্পী বৃষ্টি রানী সরকার, কণ্ঠশিল্পী করিম খানসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সুত্র-যুগান্তর

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত হওয়ায় এমপি টগর কে ফুলেল শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন সংসদ সদস্য হাজি মো. আলী আজগার টগর এমপি কে ফুলেল শুভেচছা জানিয়েছেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি।

গতকাল রবিবার রাত ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জননেতা আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, যুগ্ম সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম রান্টু, জেলা পরিষদের সদস্য আবু জাফর, ইউসুফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী, দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি সহসভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম,আতিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মইফুল ইসলাম সহ সম্পাদক মঞ্জুর রাশেদ তুহিন, যুবলীগ নেতা মঞ্জুর আহমেদ লিটন, আবু জাফর, বিল্লাল হোসেন, আক্তার হোসেন, তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় এমপি আলী আজগার টগর বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশটাকে সাংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সর্বক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে নিতে কাজ করছে বলেই আমরা এতটা পথ এগিয়ে আসতে পেরেছি।

যুবলীগ তাঁর আপন মহিমায় জাতির পিতার আর্দশ বুকে নিয়ে কাজ করে গেলে দ্রুতই আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা হবে।

উল্লেখ্য যে গত বছর কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যু তে পদ শূন্য হওয়ায় গত ৬ মার্চ কার্ষনিবাহী কমিটির সভায় ১ নং সিনিয়র সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি কে সর্বসম্মতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত করেন।

মেপ্র/আরপি

মুজিববর্ষ যেন আত্মপ্রচারের

মাধ্যম না হয়: ওবায়দুল কাদের

বিনয় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে মুজিববর্ষ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান যেন ‘আত্মপ্রচার’র মাধ্যম না হয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে সহ্য করা হবে না। এ অনুষ্ঠান নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করবেন না। মুজিববর্ষে কেউ ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না।

শুক্রবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সকালে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য দেন ওবায়দুল কাদের। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আবদুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মুজিববর্ষে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড করতে নেতাকর্মীদের কোনো বাধা নেই। তবে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড যেন ‘আত্মপ্রচারের মাধ্যম’ না হয়। পোস্টারে নাম দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের ছবি দেবেন না। বিলবোর্ড, পোস্টারে যাতে কারো ছবি না দেখি। এটা কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানের নাম করে কেউ ‘চাঁদাবাজির দোকান’ খুলবেন না। চাঁদাবাজি করে এ অনুষ্ঠান যাতে কেউ না করে। অমুক দোকানদারকে এত টাকা দিতে হবে, অমুক ব্যবসায়ীকে অত টাকা দিতে হবে, অমুক বাড়িওয়ালাকে অত টাকা দিতে হবে- এমন বাড়াবাড়ি কোনো অবস্থায় সহ্য করা হবে না।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে বিনয়, ধৈর্য আর ত্যাগের শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষে ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না। আমরা ক্ষমতায় আছি, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। যতটা সম্ভব বিনয়ী থাকবেন। মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন। অনুরোধ করব, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা করে মুজিববর্ষের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখবেন।

নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনের নামে

এলাকায় কারও সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তারা কষ্ট পায়। কোনো প্রকার হয়রানির শিকার যেন কেউ না হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচি সুন্দরভাবে করবেন।

সুত্র-যুগান্তর

খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে কোনো ‘বর্ষ’ সফল হবে না: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়াকে কারান্তরীণ রেখে বাংলাদেশে কোনো ‘বর্ষ’ পালন সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপন করা একটি প্রহসন। কারণ খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন। ১৯৭১ সালেও যিনি স্বাধীনতার জন্যই কারাগারে ছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর হাতে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এখনও কারাগারে আছেন। তাকে (খালেদা জিয়া) কারাগারে আটক রেখে কোনো বর্ষই সফল হবে না।

রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর শনিবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবিকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি মহাসচিব সেখানে যান।

মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্রের সংগ্রাম, গণতন্ত্রের যুদ্ধ। এটাকে কেন্দ্র করেই

দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্বাধীনতার দাবি উঠেছে, স্বাধিকারের আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। তারই পরিণতি হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একাত্তরের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে। শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা একটি দল এই স্বাধীনতার দাবিদার হতে পারে না।

এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারতের এনআরসি-সিএএর পর সম্প্রতি যে দাঙ্গা হয়েছে, তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদির আসাটা কতটুকু সমীচীন-শোভনীয়, এটা তারাই বিচার করবেন।

‘বিএনপি নির্বাচনে সিরিয়াস নয়, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অংশ নিচ্ছে’- আওয়ামী লীগ নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তো কত কথাই বলবে। জনগণের সমর্থন ছাড়া, ম্যান্ডেটবিহীন অবস্থায় শুধু অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলবে যাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেটাতে তারা সক্ষম হয়নি। গণতান্ত্রিক যে রীতি রয়েছে, যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন, আমরা সেটাতে বিশ্বাস করি বলেই একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসেবে এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমরা আগেও বলেছি, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার এবং গণতন্ত্রের মাতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমরা এই নির্বাচনে অত্যন্ত সিরিয়াস। তাদের (আওয়ামী লীগের) যে যুক্তি, তা কোনোদিনই গ্রহণযোগ্য না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, কিন্তু এই সরকার জোর করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে নির্বাচন তাদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করে। সেটার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করার জন্য আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।ঢাকা-১০ আসনে উপনির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবির জয়ের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের প্রার্থী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী একজন নেতা। ছাত্র রাজনীতি করেছেন, দীর্ঘকাল রাজনীতি করছেন এবং এলাকায় তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় মানুষ। আমি বিশ্বাস করি, সে অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। তার মেধা দিয়ে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল

হাসান মাহমুদ টুকু, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, প্রচার সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক হেলেন জেরিন খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, সহসভাপতি নবী উল্লাহ নবী প্রমুখ।

সুত্র-যুগান্তর

তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবসের সভায় বিএনপি নেতা শরীফ

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে টুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শহরের রজব আলী মার্কেটস্থ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবুবক্কর সিদ্দিক আবুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, তারেক রহমান হচ্ছে আগামীর রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে তৎকালিন তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। এই অত্যাচারে তিনি অসুস্থ হলে পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এখন লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

এছাড়াও বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্জন কারাগারে রেখেছে। তাঁকে সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে না। এই সরকার বেগম জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার এখন কী করছে, তা আর ভাবার সময় নেই।

এখন একটাই চিন্তা ও ভাবনা করতে হবে বেগম খালেদা জিয়াকে কীভাবে জেল থেকে মুক্ত এবং তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। আর বেগম জিয়ার জেল থেকে মুক্তি, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং এই সরকারের পতনের জন্য কঠোর আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।’

জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিমের উপস্থাপন আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি খায়রুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান মুক্ত ও পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।

মেপ্র/আরপি

গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত বুধবার মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী এ কমিটির অনুমোদন দেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ কে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

অপরদিকে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক করা হয়েছে পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলামকে ও ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হককে সদস্য সচিব করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

এদিকে সদ্য গঠিত এ কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল,

সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন সহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা যুবদলেরও আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

ঐতিহাসিক ৭ মার্চে কোন কর্মসূচীই ছিলনা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। দিনটি উপলক্ষে জাতীয় ভাবে কর্মসূচী থাকলেও কোন কর্মসূচীই ছিলনা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের। শুধু মাইকে জাতির জনকের ভাষণ বাঁজিয়েই দিন পার করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ।

কোন কর্মসূচী পালন না করায় সাধারণ নেতা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার জানান, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে মাইকে ভাষণ প্রচার ছাড়া তেমন কোন কর্মসূচী ছিলনা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের। গাংনী বাজার ও হাসপাতাল বাজারে মাইকে ভাষণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেনি।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন দেশের বাইরে থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক বলেন, বেশ কয়েক বছর জাতীয় কোন কর্মসূচীই পালন করেনা গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ। আমি বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে জাতীয় ও ঐতিহাসিক দিবসগুলো পালন করে থাকি।

এছাড়া দেশজুড়ে যখন জাতির জনকের ঐতিহাসিক দিনটি পালিত হচ্ছে ঠিক সে সময় গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচী না থাকাটা দু:খ জনক।

মেপ্র/আরপি